প্রকাশিকা
শ্রীমতী অমিতা পাল বি.এ
বি ১।১০ শান্তি নিকেতন
বোম্বে-আগ্রা রোড, বোম্বে-৭৭

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৬

মুদ্রাকর
শ্রীব্রজরাজনন্দন বসাক
সীতানাথ-আদর্শ প্রেস
৪২বি. সূর্য সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

মা ও দাদা-কে

রাত্রির গল্প

কখন হারায়ে কথা মৌন থাকে সন্ধ্যার আকাশ
দু-একটি নক্ষত্র নারী চুল খুলে প্রসাধন করে
জলের আয়নার সামনে। জানলায় আলো জ্বেলে দিয়ে
নগর দেখছে ছায়া গাঢ় হয় গাঢ় হয় রাত্রি তারপরে।

রাত্রি নামে রাত্রি নামে পাখী নামে, ডাল মাথা নাড়ে
লজ্জার নিষেধ কিংবা প্রতীক্ষার মিষ্টি অভিমানে।
দুয়ারে দুয়ারে কড়া বেজে ওঠে; ঝড়ায় পালক
জনস্রোত। স্রোত মেশে অন্ধরাতে সমুদ্রের টানে।

ফুরায় ফুরায় দিন, ফুরায় ফুরায় পথ দুয়ারের কাছে
পিছনে রইলো তবে এলোমেলো পা ফেলার দাগে
দিনের ক্লান্তির রেখা। রইলো রইলো কারো চোখের গভীর
ব্যঞ্জনার মুহূর্ত কটি, সময়ের বুনোটের ফাঁকে।

রাত্রি গভীর হলো রাত্রির অলস সময়
দিনের কুড়ানো নুড়ি বুকে নিয়ে কূল ভরে বয়।

রাত্রির আলাপ

ঘরে ফেরা খুব বেশী দেরী হয় বুঝি ?
গভীর হিমের রাত ঘুমের অনেক স্রোত বেয়ে
আমাদের দেখা হয়, তুমি কোভে স্তব্ধ থাক আর আমি খুঁজি
শান্ত নরম ছায়া তোমার চোখের নীচে তোমার দিঘল বাহু ছেয়ে
যে ছায়ারা লেশ বোনে। সারাদিন কাজের রেশম
জড়ো হয় পাক খায় সুতো হয় সবুজ নরম
নরম সুতোরা শেষে বিশ্রামের কারুকার্য করে
শ্রমের শ্রান্তি নিয়ে আমি তাই ফিরে আসি ঘরে
তবু বুঝি খুব বেশী দেরী হয় ? রাত্রিও গভীর
ঘুমের কুয়াশা ঘেরা তুমি আমি আমাদের নীড়।

খুব বেশী দেরী হয় তবুও বিশ্বাস কর বড় লোভ হয়
ঘরে ফেরি। লেজারের কালো ছাপে কখন যে দিন
চাপা পড়ে, সন্ধ্যা আসে কখন সময়
বিকেলের কয়লার ধূমে ম্লান হয়, ক্রমশই ক্ষীণ
দূরের চরের ঝাউ তারপর উধাও কখন।
আমাকে বিশ্বাস করো তখন উজ্জ্বলতর তোমার স্মরণ
তবুও পারিনা যেতে এখানে অনেক কাজ যে বাকি
তোমার স্মরণ আর আমার মনের মাঝে হিসেবের খাতা
খুলে রাখি।

কখন যে ছুটি হবে ছুটি পাবে সারাটা শহর
যৌবন টেবিল থেকে মুক্তি পাবে সংক্ষিপ্ত দূরত্ব পাবে ঘর
সেদিনের প্রতীক্ষায় ঘরে ফেরা দেরী হয় হোক
বরং প্রতীক্ষা করে জ্বেলে রেখো শান্ত দীপালোক।

[illegible]

কমল দীঘির মেয়ে

ডানার হলুদ কুটো ঝেড়ে ফেলে শালিকের ঝাঁক
ফিরে গেছে
আর সেই বাকহীন শূন্যতার মাঝে
ব্যথায় অপরাজিতা নীল।
কমল দীঘির মেয়ে ওগো
আমি সেই কুল।

যদি না তোমার কাছ থেকে
এমন এমন করে জ্বালা পেয়ে মনের দোতারা
বাজতো করুণ সুরে
কে জানে পৃথিবী এত রঙে রাঙ্গা হতো কি হতো না

বন কাপাসের মত হাওয়ায়, হাওয়ায় ভাসে
রোদের রেশমী রোমগুলি
দীঘির নিথর জলে
খুশীতে যে টোল পড়ে, অথবা শাপলা
একটা ব্যস্ত গাঙ ফড়িঙের কাছ থেকে
বার বার সরে সরে যায়
লজ্জায় অথবা খুশীতে
এসব কিছুর দিক চেয়ে, চেয়ে মনে হয়
কমলদীঘির মেয়ে ওগো
আমাদের এ পৃথিবী কোনদিন ফুরাবেনা
ফুরাবেনা কোনদিন কেউ।

যদি তুমি জ্বালা দাও
দেব গান
যদি গান দাও
দেব জ্বালা
যন্ত্রণা যে আনন্দের প্রিয় সহোদর।

পাশ ফিরে দাঁড়ালে

এলোচুলে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছিলে তুমি
জলের শব্দের ডাকে রাত্রির ঘুম ভাঙে
স্বপ্নের রোমাঞ্চে ভিজে চুল গন্ধের ঢেউ তুলে
কার্নিসে হেলান দিয়ে দাঁড়ালে যৌবন প্রেমিক
রক্তে কামনার উল্লসিত নৃত্য, আমি ভয়ে ভয়ে
রাত্রির জটিল স্রোতের অরণ্য বেয়ে বেয়ে
দর্পিতা নায়িকার যৌবন দুয়ারে কড়া নাড়লাম।
তুমি পাশ ফিরে দাঁড়ালে।

নক্ষত্রের চোখ নির্জন, পৃথিবী নির্জন করো
প্রেম কি প্রগাঢ় বিস্ময়
হে ঈশ্বর !
বিপর্যস্ত পৃথিবীর শুকতারার সংগীতে
মর্তের আবর্তে তোমার প্রেম যে ভাস্বর
আমার অভীপ্সার আলোকমালা আকাশে
উৎসারিত করে, হাজার হাজার বিলুপ্ত কালের
চিতাভস্ম পেরিয়ে আমি 'অমর প্রেমিক'।

তুমি এলে অন্ধকারে বেহালার করুণ আলাপে
কম্পিত কণ্ঠের ফিস ফিস গুঞ্জনে
তন্বী ঠোঁটের বেদনার্ত কান্নার ঝড় তুলে
স্তনের সৌরভ কুয়াশার চুলে আলোর গুচ্ছ জ্বলে
স্খলিত খোঁপা রজনীর রঙ্গমঞ্চে লুব্ধ চুম্বনে
যোনির কোমল মাটিতে মাতাল বিবর নামে।
আমি সেই রাত্রির নায়ক কবিতা।

শীত বসন্তের গান

এ কোন স্বপ্নের নিবিড় শাখা মেলে
বুকের সুগভীরে আমাকে টান
গোধুলি বয়ে যায় সঘন রাত আসে
আমি যে কত একা সে কথা জান।

কখন ভোরবেলা আমার ঘরে এসে
হাওয়ায় হাত দিয়ে আলোর মায়া দিয়ে
আমার ঘুম ঘুম দুচোখে কুম কুম
আশার খুশিটুকু গেল যে পরিয়ে।

সারাটা দিন ধরে কেটেছে উন্মণ
ঝাউয়ের তালে তালে যেমন ছায়া
দিঘল হও কভু কখনও শীর্ণ-বা
তেমনি আশা বনে এমনে মায়া।

রোদেরা ঝাঁক বেঁধে উধাও তারপর
বিকেল ম্লান হেসে বললো এসেছি
দেখনা আঁচলেতে গভীর শ্রান্তির
কুন্দ পাপড়ির গুচ্ছ এনেছি।

পথের দিকে চেয়ে দুচোখে ব্যথা নামে
কাজের গুঞ্জন শূন্য হলো
এখনো পলাতক এখনো পলাতক
চেয়েছি পথ যায় কোথায় বল।

ধূসর সন্ধ্যার ক্লান্ত হাসিটুকু
দুঠোঁটে কেঁপে কেঁপে পড়লো ঝরে
শূন্য বেদনায় হৃদয় অসহায়
সঙ্গহীনতায় ব্যথায় ভরে।

আবার রাত আসে নিঝুম রাত আসে
আমার চোখে শুধু ঘুম উধাও
আমাকে বলো বলো কেন এই ছলনায়
প্রতিটি দিন শুধু ঝরিয়া যাও।

আকাশে তারকারা জ্বলছে টিপ টিপ
আমার ঘর শুধু আলোকহীন
এমনি করে কেউ প্রদীপ হাতে নিয়ে
দেবেনা দীপ কেউ ভরসাহীন।

হে রাত বয়ে যাও-দিঘল হও তুমি
অশেষ হও তুমি জীবন ভর
মরন যদি আসে এরাতে সেও ভাল
সকালে এ জীবন যে প্রিয়তর।

আকাশ রায় চৌধুরী

কথা কবিতার জন্য

অনুযোগ কর ঃ কথা নেই বুঝি বলবার
ঝাউ কথা বলে রূপোলী চরের কানে
তারা জানলায় নির্জনে নেমে এসে
রাত্রির কাছে স্বপ্নের কথা আনে।

ঢেউয়ে ঢেউয়ে নদী কথা দেয় তটে ছুড়ে
অরণ্য বোনে কথার বুনোট জাল
আকাশের নীলে সেই জাল ফেলে খোঁজে
অতীত দিনের কোন ধূসর বিকাল।

অনুযোগ কর ঃ পৃথিবী আকাশ নদী
কথা কয় কথা তোমার কথা কি বন্ধ্যা ?
অনুযোগ ভাঙো কাশের গোছার মত
আমার নীরব দীর্ঘশ্বাসের সন্ধ্যা।

কথা বলব কি স্বপ্ন পেয়েছি এত
স্বপ্নের নীড় খানিকটা অবসর
দুমুঠো ধানের কামনায় ভরপুর
গল্পে গল্পে বুনোট দ্বিপ্রহর।

এত স্বপ্নের কথা যে কি করে বলি ?
বাজবে পরীর কল্পনা হয়ে কানে
ফুরোয় ফুরোয় আমার কথারা আহা
ব্যর্থ আশার প্রখর ভাটার টানে।

আমি তাই কথা বলতে পারিনা তুমি
এতো কাছে এসে হৃদয়েতে ঢেউ তোলো
আমার কথারা আজকে কোভেতে উষ্ণ
সুনীল কথার প্রত্যাশা তুমি তোলো।

[illegible]

বৃষ্টির গল্প

সব কাজ সেরে এসো বৃষ্টির ঝির ঝির রাতে
মুখোমুখি বসি তবে, মাঝে থাক ঘুমানো খোকন
এমন বৃষ্টির রাতে পুরানো কথায় জাল বুনে
মিষ্টি মুগ্ধতা ধরা কি সহজ আহা কি সহজ।

সব কাজ সেরে এসো ঠোঁটে নিয়ে হাসির ঝিলিক
হলুদের ছোপলাগা আটপেড়ে শাড়ি খুলে রেখে
বিয়ের বাসন্তি শাড়ি (ছেলের বউএর জন্য সঞ্চয়ের
কৃপণতা ভুলে) জড়াও জড়াও গায়ে, তারপর এসো কাছে এসো।

এমন বৃষ্টির রাত ছাদ চুয়ে ঝরুক না জল
তবুও কাজের তাড়া নেই নেই এই অবসর
দুয়ারে কড়ার শব্দে বিব্রত হবেনা কিছুতে
খোকন ক্ষুধার জ্বালা ভুলে গিয়ে স্বপ্নে হেসে ওঠে।

মুখোমুখি বসি এসো দুঃখের মুখের উপর
মেলে দেই মেলে দেই এক ঝাক উদ্ধত খুশী
আর কিছু স্বপ্ন নিয়ে খেলা করি দুজনে এখন
খোকনের জন্য এক উজ্জ্বল হাসির মতন।

কোন মেয়েকে

পরিচিত সেই এক সাধারণ মেয়ে
যার ঠোঁটে তৃষ্ণার ধূসরতা, সজল মেঘের ছায়া চেয়ে
যে কেবল ক্লান্তি দিয়ে রাত বোনে, বুকের অশান্ত তালে
তাল বেয়ে পা মেলায়, দিনের দুরন্ত রোদ ঢালে
যার মনে তৃষ্ণা আর তৃষ্ণা আর তৃষ্ণা অবশেষে
ঘুমের গভীর স্রোতে ক্লান্তির জোয়ারে এসে মেশে।

তার মুখ আজ ভোরে স্বাতীতারা বলে মনে হয়
আমি তো দেখেছি তাকে এর আগে কত না সময়
শিউলির কান্নায় ভরা কত ভোরে বাউল দুপুরে
সন্ধ্যার নির্জন ঘাটে যখন জলের কলস্বরে
রাত্রিকে পাঠায় ডাক..........তারপর রাত্রি ক্রমে আসে
তার সাথে দেখা হয়...........কথা নেই স্বেদ জমে ঘাসে
তখনো হয়নি মনে তখনো সে সাধারণ মেয়ে
তখনো হয়নি কথা হয় যদি বড় এক ধেয়ে।

তার দেহ আজ ভোরে ফসলের খেত মনে হয়
আমি যেন পারি কোন কৃষকের মত তার চৈত্র অসময়
তার যত বিষন্নতা সব কিছু ছুড়ে ফেলে এক বুক শীষের ভিতর
আমি যেন পারি সেই রুক্ষ আর ধূসর ঊষর
প্রান্তরকে ভুলে গিয়ে শস্যের সবুজ বুকে দুধের সঞ্চয়
সাধ জাগে প্রত্যক্ষ করি আর মনে হয়
তোমাকে মাধুর্য দিতে আমার ভাস্কর্য পারে।
পরিচিত সাধারণ মেয়ে
আমি আজ যেতে পারি তোমার স্বপ্নের কাছে
উদাস দিনের তট বেয়ে।

অনুভব

নাম তার জানিনাতো দেখি নাই কোনদিন তাকে
তবু চিনি, তবু চিনি পরিচয় কতনা দিনের
তাকে আমি অনুভব করি ঠিক ফলের মতন
ফুলের হৃদয় মেলে গন্ধ ঢেলে এই হৃদয়ের।

সে গন্ধে ভারাক্রান্ত বায়ু টলে টলে পড়ে বেগ নেই
হৃদয়ে ব্যস্ততা নেই বড় শান্ত এখন হৃদয়
সমাপ্ত কান্নার মত নেই তাতে শ্রান্তির শান্ততা
ঝড়ের আভাস ভীত অশথের মত সে তো নয়।

বরং জলের মতন আয়নার মত সমতল
গভীর গভীর এক হ্রদ আছে স্থির আছে জল
আমার হৃদয়ে তাইতো তার মুখ স্পষ্ট প্রহর
অনুভব করি তাকে প্রতিদিন কাছে।

নাম তার জানিনাতো তবু কোন নির্জন সন্ধ্যায়
নির্জন মননে তার মৃদু পদ শব্দ শোনা যায়।

কোন ছোট্ট শান্ত দিনের জন্য

জানলায় রোদের ঝাঁকে সেই ভোরে প্রজাপতিপনা
নরম হলুদ রোদ হলুদ নরম রোদ নরম পাখায়
হাওয়ায় কাপন তুলে সেই ভোর দুমোঠো খুশীর
আবির ছড়িয়ে দিয়ে ঘাসফুল ছুয়ে ছুয়ে খোলা জানলায়।

ঝাপ দিয়ে তারপর শিয়রের খুব কাছাকাছি
দুষ্টু মেয়ের মত বলবে দেখনা ওঠো
কতক্ষণ ধরে তোমার প্রতীক্ষায় বসে আছি
সেই ভোর তোমার জন্য তোমার জন্যে সেই ভোর।

আমার জন্য সেই দুপুরের উষ্ণ অবসর
যখন ধানের গোলা নিজের ছায়ায় হাত রেখে
আমাদের মত ঠিক অবিকল আমাদের মত
মূক হবে মুগ্ধতায় শান্ত হবে প্রেম ও আবেগে
ক্ষুধার শূন্যতা নিয়ে যে দুপুর হবেনা আহত
আমাদের মত ঠিক অবিকল আমাদের মত।

তোমার জন্য সেই দুপুরের মুগ্ধ অবসর
তোমার জন্য সেই আলোছায়া সাঁঝের প্রহর
আর কিছু নয় শুধু খেলা ভোলা শিশুরা তখন
দেখবেনা বসে বসে তাদের চোখ ছলো ছলো
ওদের আদুল গায়ে ঘর নয় হাওয়ার শাসন
ধুলো ঝেরে ক্লান্তি দিয়ে তখন তোমার কাছে এসে
দুজনেই খুশী হব ছোট্ট নীড় আর সেই ছোট্ট
দিনকে ভালবেসে।

বসন্ত-বিদায়

"Dear as remembered kisses after death
And sweet as those by hopeless fancy feigned
On lips that are for others".

—Tynesson.

রইলো রইলো তবে বিদায়ের চুম্বন রেখা
সন্ধ্যার গভীরে। রইলো রইলো লেখা
পল্লবের তৃষ্ণাভরা ঠোঁটে, সন্ধ্যার শিশির হয়ে
শূন্যতার সবটুকু ব্যথা।
আমি যাই বয়ে
সে ব্যথার আত্মীয়তা লাভ করে ভাটার নদীর
রিক্তচরের পাশে আমি এক স্রোত অগভীর।
পিছনে অরণ্য আছে যৌবনের পার্বত্য ঋজুতাও আছে
সে সকল বিস্মৃতির অন্ধকারে দু-একটি তারা হয়ে নাচে।

তুমিই তো বলেছিলে মনে পড়ে
আমার স্মরণ
তোমার স্থিতির সঙ্গে একাকার হয়েছেও হবে
যতদিন পৃথিবীতে প্রেম, মৃত্যু, শ্রান্তি ও শান্তি রবে।
আশ্চর্য সে কথাগুলি আজও যদি কর উচ্চারণ
শোনাবে অন্যের কানে ভুলে যাওয়া গানের মতন
রইলো আমার জন্য আদিগন্ত স্মৃতির বিষাদ
পিছনে প্রখর দিন আর সমুখে অন্ধ-রাত।

রইলো রইলো এই জ্বালাকরা দুচোখের পরে
তোমার দৃষ্টির জ্বালা। আর এই দুই ঠোঁটে ঝরে
রক্ত ঝরে লবণাক্ত ব্যর্থতার আক্ষেপে এখন।
সারা দেহে থরো থরো ওঠে আলোড়ন।
এখন তোমার নামে, সুমিতা···সুমিতা····সুমিতাগো।
নির্জন ছাদের পরে চুপি চুপি একবার নাম ধরে ডাকো।

যখন সবই শেষ বিদায় তবে যাই
আমিও বিদায় নেই আর কিছু নাই
দেয়া আর নেয়ার পালা সাঙ্গ হল ফুরালো কথারা
তোমার অতীত নিয়ে আমার যে পথ হল সারা।

পথ খুঁজি

বড় জীর্ণ, বড় ক্লান্ত, শুধু দিগন্ত উধাও মন........
আজিকার জড়তপ্ত এ পৃথিবীর কঠিন মৃত্যুক্ষরা
দীপ জ্বলে হৃদয়ের ছিন্ন ডালে, জানি শুধু জানি
জীবনের ভাঙাহাটে অশ্রুলোকের শ্রাবণের সুর।
এতদিন তো বইলাম হৃদয়ের পদ্ম মৃণালে কান্নার রক্ত করবী।

হে আকাশ, সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বেলে পরিশ্রান্ত পৃথিবীর এককোনে
দেখি আর ভাবি, সুতীব্র আলোয়-মৃত্যুতীর্থে শবযাত্রার ভিড়।

হে সমুদ্র, আমি যে তোমার হৃদয়ে অস্থির কল্লোল
আমি যে তোমার খরতপ্ত জল, তোমার
আকাশে দেখি : জীবনের বেকার খাতে মৃত্যুর লিপি।
আমি পথ হাটি পৃথিবীর এক সীমান্ত থেকে আর এক সীমান্তে
ক্ষুধার ক্ষতবিক্ষত বিদীর্ণ বুকে দেখেছি : তোমার ঘরে ঘরে
মৃতন্মন্য শবের স্তূপ।

পথে পথে মাঠে মাঠে কত বেদনার স্রোত আঁকা হল রক্তের পটে
যুগযুগান্তরের শান্তির সন্ধ্যা ললাটে জমা হল কত রক্তের টিপ।

.....

হে পৃথিবী, আর কতকাল বইবো এ মিথ্যাজীবন
এ জীর্ণ ঘরে, কতকাল আর কতকাল জীবনের পাটে পাটে
সইবো শ্মশানী কান্নার ঝড়।
জীবনের পত্রপুটে, আহা
এত ক্লান্তি কেন ?
মনের সমুদ্র নূপুরে, আহা
এত মৃত্যুর ক্রন্দন কেন ?
হে পৃথিবী, প্রাণের প্রদীপে এত দুঃখের ক্লেদ কেন ?

তবুও আমরা চলি—
জীবনের নীলকণ্ঠ পার হয়ে পথে পথে
জীবনযাত্রার টানে, রঙে রঙে মুছে ফেলি ক্লান্ত শোকের সুর।
স্মৃতির সমুদ্র মিনারে আঁকি রক্তের লালটিপ, হে জীবন!
তবু তো আমরা চলি ভাটির টানে ফাগুনিয়া পূজাপার্বনে
হৃদয় বাসরে শুনি সানাই-এর গান।
হে জীবন, আমরা তো পথ খুঁজি
চৈত্রের মধ্যাহ্ন দিগন্ত আকাশে জীবনের পাটে পাটে
লাল পার্বনের রঙের সন্ধ্যা।

রং বদলায়

আপনারা হয়ত ভাবছেন—

কেন একথা বলছি :

ভোরের সূর্য উঠতে না উঠতেই রাত্রির শীতল গর্ভে সুভদ্রার মা মুখ ঢাকল। আমাদের অরুণের বউ নীলাকাশের নীচে দাঁড়িয়ে রক্তের শেষ আলিঙ্গনে প্রার্থনা করেছিল, "আমরা বাঁচতে চাই।"

যৌবন রাতে অনন্ত স্বপ্ন ফুলের সৌরভ
রাত্রির শিশির স্নানে কণ্ঠের আলাপে উজ্জ্বল,
এমনি এক স্বপ্ন দেখেছিল শ্যামলের বোন।
প্রিয়ার গলায় প্রেমের কণ্ঠহার
পরাবার আগেই, চতুর্দিকে ভীষণ কঠিন
আওয়াজে অমল মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে।

আপনারা হয়ত ভাবছেন—

কেন একথা বলছি :

নুরুলও একদিন ক্ষুধার রাজ্যে কৃষ্ণচূড়ার স্বপ্ন দেখেছিল
বাঁচার উদ্যত দাবিতে বেড়িয়েছিল ভোরের প্রথম সূর্যের অভিসারে
হঠাৎ আকাশ মুখ ফিরে তাকাল, নক্ষত্র অন্ধকারে মুখ ঢাকলো।
কমলের গর্ভবতী বউটা যন্ত্রণার বাতাস ভেঙ্গে ভেঙ্গে
বউলের মধু, ভাট আর কাশফুলের গন্ধে
স্বপ্নের পৃথিবী গড়েছিল, প্রসন্ন প্রবাহে অনাগত

"ষষ্ঠীর পুতুলের" জন্য, ফুলের ঘ্রাণে ঘ্রাণে আত্মলীন হয়ে চেতনার বিরাট আকাশে বাসর সাজিয়েছিল, হঠাৎ নদী ছলাৎ করে শব্দ করে উঠলো, বেদনার আকাশ থেকে একটা তারা খসে পড়লো।

আপনারা হয়ত ভাবছেন—
কেন একথা বলছি :
রাস্তার যে উলঙ্গ ছেলেটি এখনও পদ্মের মত হাসে
দুর্যোগের কালো পাহাড় ভাসিয়ে মৃত্যুর সমুদ্র ঠেলে
সূর্যের কাছে ঠিকানা নিয়েছে। কোলে-পাড়ার বিনোদ কৃষক
স্বপ্নের অঞ্জলি দিয়ে ফসলের প্রান্তরে শিশিরের সকালে
রজনীগন্ধার মত মন মেলে দিয়েছে। বিনোদের মা
নাতনীদের নিয়ে স্বপ্নের আকাশে মুক্তির আনন্দ হাওয়ায়—
হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছে। স্যাতস্যেঁতে বস্তিতে, প্রেয়সী
অনন্তকাল স্তব্ধ রক্তের কল্লোল, ঝড়ের বৃন্ত ছিঁড়ে
ভালবাসার অভিসারে শ্রাবণের নদীতে, স্বচ্ছ স্রোতের
খেয়ায় জীবনের উল্লসিত নৃত্য। হঠাৎ সমুদ্র পাশ ফিরে দাঁড়াল।

আপনারা হয়ত ভাবছেন—
কেন এবার অন্য কথা বলছি :
অন্ধকারের কপাট ভেঙ্গে ফেলে আগ্নেয়গিরির শপথে
উজ্জ্বল। প্রতিটি মানুষ দুঃখের কুঁড়ি ছিঁড়ে ভোরের
আলোয় পবিত্র। দূর আকাশ থেকে সংকেত আনে
বসন্তের পলাশ ফুল। জীবন জোয়ারে ভাসায়
মুক্তি সংকল্পের উল্লাস।

রবীন্দ্রনাথ

উৎস মুখে ফেরে না তো নদী
তবু তার গান সেই শৈশবের গান
স্রোতধারে স্বতোৎসারিত
উৎসকে খুঁজি না তাই
অতীতের দিকে হেটে গিয়ে।

আনন্দ বেদনার ক্ষুদ্র অস্তিত্বের
আপাত স্থৈর্য্য ঘিরে
রচুক আবর্ত সেই নদী
আমরা পেয়েছি তার দূর প্রসারিত
আকাংখার অবয়বে
ব্যাপ্তির বিস্ময় ভরা অসহ্য সুন্দর বেগবহ!
প্রাচীন হবার আগে যে হয়েছে চির পুরাতন
মৃত্তিকার বয়সের মত
শতবা সহস্রে তাকে কি করে বা পরিমাপ করি।

আমার চেতনা আজ কি প্রবল আত্মবিস্মৃতিতে
নিজের প্রত্যন্তে এসে দেখে দূর নগরের আলো
অরণ্যের অন্ধকার, ঝিলামের ঝিলিমিলি,
পর্বতের মেঘ হতে চাওয়া
সমস্ত কিছুর কেন্দ্রে মানুষের চাওয়া-পাওয়া
প্রতীক্ষার ক্ষুদ্র গৃহকোণ

বলেছি মন্ত্রের মত : অপরূপ,
তুমি আকাংখিত!
প্রশান্ত সৃষ্টির কোলে তুমি কবি
ঘুমোও এখন।

জন্মদিনে

স্থিতি ও গতির দ্বন্দ্বে ক্রমশঃই ঐশ্বর্য্যশালিনী
আদিম প্রকৃতি। নব নব উন্মেষের দিক চেয়ে থাকে
মুগ্ধ শিল্পীর মত। তার কারুকর্মগুলি
নদীর কল্লোল থেকে কথা শেখে। শক্তি দেয় তাকে
মেঘ-বৃষ্টি আলো হাওয়া। তার ভাল লাগা
তারই যত বিস্ময়ের তারে তারে সেই এক মৃণ্ময়ী প্রকৃতি
নিপুন আঙুলে তোলে নানা স্বর নানা আলাপন
শৈশবের ছায়ানট যৌবনের কত কারুকৃতি।

জন্মদিন তবে জেনো তারই এক সদন্ত সূচনা
জন্মদিন বদ্ধমূল তারই থেকে কতনা বিকাশ
কতভাবে। মানুষও তো প্রকৃতির ললিত-কলার
সাধনার বাণীমূর্তি স্বপ্নের মধুর প্রকাশ।

তোমার জন্মদিন একটি বাসন্তি দিন—একটি কবিতা
একটি সন্ধ্যার তারা দুপুরের নির্জন নদী—সকালের
একটি সবিতা।

শীত

যখন ওরা দৃষ্টির সীমার প্রায় বাইরে
অপস্থয়মান বেদে নৌকার পালের মত দেখাচ্ছিল ওদের
বেলে হাঁসদের ঝাঁকে
অক্টোবরের শেষ উজ্জ্বল দিনটা
ছিল না, নাকি ছিল ?
ওদের শূন্যতাকে শূন্য করতে
এল হিম ঋতুর শূন্যতা।

আকাংখা দিয়ে মাপতে চেয়েছিলাম
কামনার পরিধি একদিন
ঝাউ-লেবু-কেয়ার সূক্ষ্ম গন্ধ সত্তার অরণ্যে
হঠাৎ নিজকে আবিষ্কার করলাম
বড় বেশী আদিম বলে।

এবার প্রেমের কাছে যাব তাই নিয়ে
যে ঘাসের বন রুক্ষ চুলের মত
শির শির করে হাওয়ায়, ঝিঁঝিঁ আলাপনের স্বরাঘাতে
একটা অনন্ত প্রশ্নের মত অপেক্ষমান প্রেমের কাছে
সেইখানে
নিরুত্তর হৃদয়ের স্তব্ধ শূন্যতাকে নিয়ে
যাব।

আশৈশব

শৈশব ও অন্ধকার
একই একই
যে বিস্ময় বিমূঢ়তা, অস্পষ্ট, উপাদান অন্ধকারের
সে যে শৈশবেরও
না হলে স্কোয়াশলতা পাইনের
ডালে ডালে জড়ায়েছে চোখ
এলোচুলে কান্তি দিক
মনে হবে কেন
দীর্ঘ দুইদশক পেরিয়ে
প্রবাসে আসন্ন রাতে ?

ব্যস্ত গাঙ ফড়িঙের পাখার মতন
দিনের সংক্ষিপ্ত প্রান্ত
জল ঘাস পাতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে
এখনি উধাও হবে
কান্তি দিক ও রাত্রি এসে
শৈশবকে ডেকে নিয়ে যাবে।

পাহাড় যেমন করে ফিরে যাচ্ছে
না-চেনার দিকে অন্ধকারে
বালাসন নদীটিও রূপোলী মাছের পুচ্ছ নেড়ে
ডুব দেবে গাঢ় না চেনার অন্ধকারে
তেমনি আমিও।

এই যে অবুঝ এক তাড়নার বাহুবন্ধ আমি
শেওলার ঘন গন্ধ নিঃশ্বাস পড়ছে এই বুকের উপর
প্রথম প্রেমের কথা বলব কি তাকে ?
শৈশব ও অন্ধকার
একই একই।

দিন রাত্রির সাঁকোয়

প্রত্যহ বৃন্ত থেকে সূর্য খসে পড়ে
আর তার বৃতিগুলি কিছুক্ষণ উদাস বাতাসে
গোধূলির আলো হয় তারপর ম্লান হয়
ম্লানতর হয়ে শেষে ডুবে যায় সন্ধ্যার গভীরে।
দিন হলে অবসান রাত্রি আসে অরণ্যের স্তব্ধতার
দ্বার খুলে ফেলে
ব্যপ্ত হয় চরাচর তার সেই ব্যপ্তির অতলে
সূর্যের ভ্রূণের স্পন্দন প্রহরে প্রহরে দ্রুততর ;
এ এক চক্রবৎ পরিবর্তন
দুঃখের সুখের সূত্রে পরস্পর গ্রন্থিবদ্ধ বর্ণে গন্ধে বিভিন্নতা
ঠেউয়ে ঠেউয়ে পার্থক্য অনেক
তবু সেই অনৈক্যও ঐক্যবদ্ধ স্রোত—মহাস্রোত।

এরি মাঝে কোনদিন বউলের মধুমাস এসে ফিরে যায়
এরি মাঝে কোনদিন গোধূলির আলো কিছু সমারোহ আনে
ব্যর্থতাকে মনে হয় তুচ্ছতর হৃদয়ের মুহূর্তের রঙের বিলাস
হৃদয়ের সৌরলোক কখন যে রামধনু হয়
কোন এক সাধারণ দিবসের সাধারণ মেঘে মেঘে
বর্ণের বিশ্লেষে।

আমার সমস্ত সত্তা স্তব্ধ হয় পলক পড়ে না
আমার সমস্ত সত্তা সেই এক সঙ্গীতের তালে তাল দিয়ে
উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গে কল্লোলিত হয়ে ওঠে শুধু
দেখিনি এমন আহা দেখিনি এমন
একি তবে দিন বদল দিন বদল তবে ?

আকাশ স্বপ্ন দেখে / বাইশ

আজ তবে দিন বদল। দিন শেষ আরেক দিনের শুরুতবে
পিছনে ফেরাই মুখ : হে বিগত বিদায়, বিদায়!
রইলো তোমার কথা মনে মনে, রইলো তোমার স্বপ্ন
তোমার ক্লান্তির ব্যথা আর বেদনার আনন্দের অশ্রুর সঞ্চয়।

সামনে ফেরাই মুখ : আহা তুমি আনন্দের একি এক
বিমূর্ত প্রতিক
তুমি কি নতুন সেই অনধিত সময়ের বিপুল অধ্যায় ?
তুমি কি প্রভাতী তারা দিন আর রাত্রিকে গ্রন্থি বেঁধে দাও ?

হে নতুন এসো উঠে এসো
তোমার আগমবার্তা আজ তবে হোক না স্বনীত
লঘু পক্ষ মেঘে মেঘে অশ্রুত মর্মরে
তুমি এসো এখানে উদ্বেল আমি
তুমি এসো—হে নতুন, এসো উঠে এসো।

উদয়াস্ত
(বন্ধুর মৃত্যুতে)

হৃদয়ের বিষণ্ণতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে যায়
ভাবনার ধূসর মেঘেরা
এখানে নির্জন সন্ধ্যা, নির্জনতায়
দুচোখ আচ্ছন্ন আর যায় না তো ফেরা
বিস্মৃতির কুয়াশা ঠেলে অতীতের ফেলে আসা পথে
ফেলে আসা কুমকুম সকালের দিকে কোন মতে !

সেখানে ছিলাম আমি সে সকাল
সকালের প্রবাল দ্বীপেতে
জল আর জল দেখে ক্লান্ত নাবিক
দুদণ্ডের শান্তি খুঁজে পেতে
আমিও তো ক্লান্ত হয়ে, সময়ের সমুদ্রের সুদীর্ঘ যাত্রায়
একটু বিশ্রাম নিতে কৈশোরের সবুজ বেলায়।

সেখানে সাথীরা ছিল আমাদের মিত্রতার
সাক্ষ্য ছিল প্রজাপতি রোদ
আসঙ্গ শান্তিকে ঘিরে মিত্রতার মুগ্ধতাকে ছেয়ে
তাল আর তমালের ঘন অবরোধ
সময়ের স্রোতের মুখে বাঁধ বেঁধে করেছে ঘোষণা
জীবন কৈশোর হোক অক্ষয় হে অতিথি বিদায় দিব না।

তবুও বিদায় আজ, বিদায়, বিদায়,
সূর্য ডোবে, জাহাজে তো বাঁশীর ইশারা
স্বাতী নক্ষত্রের নীচে নোঙর উঠাই
নতুন যাত্রার স্থরু এখানে বিশ্রাম হলো সারা
বিদায়, বিদায় আজ, হে কৈশোর। বিদায়, বিদায়।
তারুণ্যের প্রবল জোয়ারে ভেসে যাই উদ্দাম স্রোতে।

দুরন্ত ঢেউয়ের দোলা .... অন্ধকার
হাহাকার সজল হাওয়ার
উপরে আকাশ আর নীচে জল
মাঝখানে শুধু শূন্যতার
ভিড় আর সেই ভিড় সংক্রামিত হয়ে পড়ে মনে
তোমার স্মরণ এসে ছায়া ফেলে যায় এইখানে।

তোমার স্মরণ সাথীরা কৈশোরের
মুগ্ধতার নীল উপকূলে
তোমাকে ঘুমন্ত রেখে জোয়ারের
প্রবল টানে এসেছিতো ভুলে
তোমাকে নেইনি ডেকে তারুণ্যের নতুন যাত্রায়
হে চির কিশোর ! আর হে কৈশোর ! বিদায়, বিদায়।

কোলকাতা ঃ অন্ধরাতে

কত যে জমেছে রাত
কালি পড়া চোখের কোণায়
নাগরিয়া।
ঘুঙুরে তুলতে বোল, ঋজু হাতে বুকের পাষাণ
নরম শেওলা ঢেকে মনোরম করেছো অনেক
নাগরিয়া।
পড়বে পড়বে মনে বনানী ছিল যে কোনদিন ?
ছক জুড়ে, দান পড়ে কাজের মানুষে,
জেতে কে, হারে কে, জানে কেইবা।

জেটির রক্ত চোখে ভীত দিন পলাতক হলে
নাগরিয়া।
খুঁটির মানুষগুলো গুটিয়ে তুললে পরে
থাকবে একলা পথে,
উদাস নিতাই
বুকে তার ঘন হয়ে
বেহালার করুণ আলাপ।

মৃত্যু

সে ক্লান্ত,
শেষ বর্ষার মেঘের মত।
টুপ—একটা শব্দ ;
নীচের ঘাঘড়ার মত পাক খাওয়া
রিমঝিম—একটু তরঙ্গ
ক্লান্তির অতলে একটা নুড়ি পড়ে থাকলো
নিশ্চল অনড়।
এই তো মৃত্যু।

সীতানাথ সাঁই

সরাইখানার পাশে সেই শিরীষের গাছ
বাঁয়ে রাখা পরিত্যক্ত এক ফালি পথের পাঁজরে
গালুডির শেষ রাতে আজো
আজো যেন আরণ্যক।

দূরে, দূরে নিয়নের মসৃণ আলোয়
শ্যামা পোকা ঘুরে ঘুরে যতবার বৃত্ত আঁকে
ততবার, তারো চেয়ে বেশী বার এইখানে
শের খাঁর দীর্ঘপথে তীর্থের সন্ধানে
আমরা এসেছি
আনত শিরীষ ডালে উটগুলি বেঁধে রেখে
সরাইওয়ালার জীর্ণ পুঁথির উপরে
লিখেছি নিজের নাম "ভিরুচের রেশলাদার
সীতানাথ সাঁই
চলেছি অমরনাথে ভার্যাসহ
সন্তান কামনা করে"।

জানি না কেন যে আজ সন্ধ্যাবেলা
বিমূঢ় সরাইওয়ালা অর্ধস্বরে পড়ে গেল
সীতানাথ সাঁই সন্তানের
বরলাভে তৃপ্ত আমি
ফিরছি ভিরুচে আজ গৃহের সন্ধানে
পাঁচটি শতক পরে।

মিছিলের গান

এসো সূর্যের পাঁপড়িগুলিকে ছিঁড়ে
হাতে হাত দেই মিছিলের প্রতিহাতে
আর এই বৃত্তি হোকনা উর্দ্ধমুখ
মশালের আলো মৃত আকাশের রাতে।
এসো সার বাঁধি এসো তুলে ধরি এই মশাল
পিছনে থাকুক গ্লানির পৃথিবী সামনে তো আছে
আগামী কাল।

আমরা তো এই পথে হেটে গেছি কতনা দিন
শব যাত্রার সঙ্গী হয়েছি হাজার বার
প্রাগৈতিহাসের অরণ্য গুহা থেকে
সেই যে যাত্রা আজও সেই যাত্রার
শেষ হোলনাত কাঁধে অতীতের বোঝা
নিয়ে ঝুকে ঝুকে রাতের প্রান্ত খোঁজা।

রাতের প্রান্ত খুঁজেছি কজনা মিলে
কোথায় কোথায় বল না পাব কোথায়
সেই দেশ যার মাটি ডেকে নেবে কাছে
সেই দেশ যার দুরন্ত ভালবাসায়
আমাদের সব যৌবন পাবে ভাষা
বাতাস মুছবে চোখের সঘন কুয়াশা।

এ পথে চলতি কখনো বা গ্রাম ঘরে
শুনেছি মায়েরা মৃত শিশু বুকে নিয়ে
কান্নাও ভুলে একটি দীর্ঘশ্বাসে
সব চেয়ে বড় অভিশাপ গেছে দিয়ে

যারা কেড়ে নেয় ক্ষুধার্ত মুখ থেকে
শেষ মুঠো প্রাণ অন্ধকারে গা ঢেকে

আমরা তো সেই অভিশাপ বয়ে নেই
বয়ে নিয়ে যাব আর এই অভিশাপ
বজ্রের মত তাদেরই তো ছুঁড়ে দেব
আঙুলে যাদের রক্তের কালো দাগ
তাই সার বাঁধি তাই হাতে হাতে লাল মশাল
প্রতিটি পদক্ষেপে কাছে আসে বহু প্রতীক্ষ
আগামী কাল।